59

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...MAR. 28 1999
পৃষ্ঠা 20 কলাম ৩

অজ পাড়াগাঁয়ে শিক্ষার আলো জ্বালাইয়াছেন ডাক্তার দম্পতি

চলনবিল সংবাদদাতা ॥ দুই থানার সীমান্তে রাস্তা-ঘাট হইলে প্রত্যন্ত গ্রামবাসীর ছেলে-মেয়েদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়া এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন এক ডাক্তার দম্পতি। জানা যায়, তাড়াশ ও শেরপুর থানার সীমান্তবর্তী পাঁচ দেওড়ী ও পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রামের মানুষের শিক্ষার জন্যে কোন উচ্চ বিদ্যালয় না থাকায় শিশু-কিশোরদের শিক্ষাগ্রহণ সম্ভব হইত না। গ্রামটি শেরপুর থানা সদর হইতে ১২ মাইল এবং তাড়াশ থানা সদর হইতে ১০ মাইল দূরে অবস্থিত। এদিকে ৬/৭ মাইলের মধ্যেও কোন উচ্চ বিদ্যালয় ছিল না। এমন একটি প্রত্যন্ত শিক্ষার আলোক বঞ্চিত গ্রামে স্বামী-স্ত্রী ২ জন ডাক্তার মিলিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন পাঁচ দেওড়ী গ্রামে ১টি উচ্চ বিদ্যালয়। উচ্চ বিদ্যালয়ের অফিস ভবনসহ ২টি বিল্ডিং নির্মাণ করিতে ব্যয় হইয়াছে ৯ লক্ষ টাকা। ইহাছাড়া স্কুল ক্যাম্পাস ও খেলার মাঠের জন্য ৩ একর জমি তাহারা স্কুলের নামে দান করিয়া দিয়াছেন। স্কুলটি ১৯৮৭ সালে প্রতিষ্ঠার সময় নিম্ন মাধ্যমিক ছিল। গত ৩ বছর যাবৎ দশম শ্রেণীতে পড়াশুনা চলিতেছে। শিক্ষা বিভাগ হইতে একাডেমিক স্বীকৃতি পাইয়াছে। পাঁচ দেওড়ীসহ তাড়াশ ও শেরপুর থানার ৮/১০টি গ্রামের শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত মানুষের সন্তানগণ বর্তমানে এই বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করিতেছে। জানা যায়, স্কুলের শিক্ষকগণ এখনও এমপিওভূক্ত হয় নাই। স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার হেদায়েতুল ইসলাম এবং তাহার পত্নী ডাক্তার শামসুন্নাহার শিক্ষকদের মাঝে-মধ্যেই বেতন প্রদান করিয়া উৎসাহিত করেন। শিক্ষকদের বেতন বাবদ এ পর্যন্ত তাহারা প্রায় ৪ লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছেন। তাহাদের একমাত্র সন্তান পলাশের অকাল মৃত্যুতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির নাম রাখিয়াছে পলাশ মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়। আজ পল্লীর অশিক্ষিত মানুষের সন্তানদের লেখাপড়ার আলোক দান করিয়া পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের পিপাসা নিবৃত্ত করিতে চায় বলিয়া এই সংবাদদাতাকে উক্ত দম্পতি জানান। তাহারা মাঝে-মধ্যেই সুদূর বগুড়া শহর হইতে এই বিদ্যালয়ে আসিয়া স্কুলের খোঁজ-খবর এবং শিক্ষার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করে বলিয়া স্থানীয় জনগণ জানান।